আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

অভিভাবকদের জ্ঞাতব্য ও করণীয় বিষয়াদি

১। ছাত্র/ছাত্রীদের ডায়েরির পরিচিতি পাতায় অভিভাবকের নাম, পেশা, ঠিকানা ও নমুনা স্বাক্ষর দিতে হবে এবং প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতিদিন অভিভাবক স্বাক্ষর করবেন।

২। এ ডায়েরির মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীর যাবতীয় বিষয়ে অভিভাবককে অবগত করানো হয়। তাছাড়া ছাত্র/ছাত্রীর পাঠোন্নতি ও নিয়মিত উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যম হিসেবে এটি কাজ করে।

৩। অভিভাবক প্রতিদিন অন্তত একবার পাঠোন্নতি, আচার-আচরণ, উপস্থিতি এবং শ্রেণিতে প্রাপ্ত বিষয়ভিত্তিক নম্বর ও মন্তব্য (যদি থাকে) দেখে ছাত্র-ছাত্রীর সামগ্রিক উন্নতির জন্য সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৪। প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীর উপস্থিতি মোট কার্যকালের ৮০% এর কম হলে এবং সাংবৎসরিক ফলাফলে প্রতিটি বিষয়ে কমপক্ষে ৩৩% নম্বর না পেলে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। একই শ্রেণিতে দু'বছর অনুত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে কোনো রকম সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না।

৫। ছাত্র/ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও অনুশাসন মেনে চলতে এবং বিদ্যালয় অঙ্গনের বাইরেও বিদ্যালয়ের আদর্শ অনুসরণের তাগিদ দেওয়ার জন্য অভিভাবককে অনুরোধ করা হলো।

৬। ছাত্র/ছাত্রীর ডায়েরি হারালে অভিভাবক যুক্তিসঙ্গত কারণ ও ডকুমেন্ট সম্বলিত আবেদনপত্রসহ ৩০০.০০ (তিনশত টাকা মাত্র) জমা দিয়ে ডুপ্লিকেট ডায়েরি সংগ্রহ করতে পারবেন। ডুপ্লিকেট ডায়েরি ইস্যুর তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত নম্বরগুলো প্রমাণাদিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের নিকট উপস্থাপন করে ডায়েরিতে তুলে নিতে হবে। প্রাক্-নির্বাচনি/নির্বাচনি পরীক্ষার পূর্বে ডায়েরি শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা না দিলে সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীর ফলাফল ঘোষণা করা হবে না।

৭। ডায়েরির সাথে সংযোজিত শ্রেণিতে ও শ্রেণিপরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের পাতাগুলো অভিভাবক নিয়মিত দেখবেন এবং সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৮। অর্ধ-বার্ষিক/প্রাক্ নির্বাচনি পরীক্ষার উত্তরপত্র ছাত্র/ছাত্রীদের মাধ্যমে অভিভাবকের নিকট পাঠাতে হয়। অভিভাবক তা দেখে নির্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষর দিয়ে ২ (দুই) দিনের মধ্যে বিদ্যালয়ে ফেরত পাঠাবেন এবং ছাত্র/ছাত্রীর ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯। অর্ধ-বার্ষিক/প্রাক্ নির্বাচনি পরীক্ষার ফলাফল পাঠোন্নতি পত্রের মাধ্যমে অভিভাবকের নিকট প্রেরণ করা হয়। অভিভাবক অবশ্যই তা দেখবেন এবং বিশেষ করে যাদের ফলাফল সন্তোষজনক নয় তাদের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিদ্যালয় হতে আর অন্য কোনো উপায়ে ফলাফল জানার ব্যবস্থা নেই।

১০। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সেশন ফি-এর সাথে জানুয়ারি মাসের বেতন এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধার্যকৃত অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক ফি পরিশোধ করে ভর্তি হতে হবে। তারপর প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বেতন ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ করতে হবে। বেতন শুধু অনলাইনে গ্রহণ করা হবে।এক্ষেত্রে বেতন মওকুফ বা বেতন কমানোর জন্য কোনো ধরনের ওজর-আপত্তি বা তদবির কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

১১। গ্রহণযোগ্য কারণ ও ডকুমেন্ট ছাড়া বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে প্রতিদিন অনুপস্থিতির জন্য ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে এবং কোনো পরীক্ষা শুরু হওয়ার ৭ (সাত) কর্মদিবস পূর্ব হতে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে প্রতি কর্মদিবসের জন্য ৪০.০০ (চল্লিশ) টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে।

১২। অনিবার্যকারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে পরবর্তী উপস্থিতির তারিখেই অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ অধ্যক্ষ বরাবর লেখা দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট শ্রেণিশিক্ষকের নিকট দাখিল করতে হবে।

১৩। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ৭ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে শিক্ষার্থীকে ডাক্তারের সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো ছাত্র/ছাত্রী ১ মাস অনুপস্থিত থাকলে তাকে একটি নোটিশ দেওয়া হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নোটিশের সন্তোষজনক জবাব না পেলে ভর্তি বাতিল করা হবে।

১৪। ৩ দিন পর্যন্ত অনুপস্থিতির গ্রহণযোগ্য কারণ থাকলে শ্রেণিশিক্ষক ছুটি মঞ্জুর করবেন এবং ৭ দিন বা তার অধিক হলে অসুস্থতার ক্ষেত্রে ডাক্তারের সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমাণাদি সম্বলিত দরখাস্তে শ্রেণিশিক্ষক স্পষ্ট মন্তব্য লিখে অধ্যক্ষ মহোদয়/সহকারী প্রধান শিক্ষক বরাবর প্রেরণ করবেন। এক নাগাড়ে কোনো ছাত্র/ছাত্রী ১০ দিন অনুপস্থিত থাকলে (৬ষ্ঠ-১০ম) চিঠির মাধ্যমে অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে।

১৫। ডায়েরিতে নির্ধারিত পৃষ্ঠা ব্যতীত কোথাও শিক্ষক ছাড়া অন্য কারো মন্তব্য লেখা নিষেধ। তবে অভিভাবক লেখাপড়া সংক্রান্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদন করতে পারবেন।

১৬। প্রমোশনের ব্যাপারে (গ্রহণযোগ্য কারণ বিবেচনায়) অধ্যক্ষ বা গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রমোশনের জন্য কোনো ধরনের সুপারিশ বা তদবির গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৭। প্রত্যেক পরীক্ষা শেষ হবার পর পুনরায় যেদিন ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে সেদিনই প্রবেশপত্র শ্রেণিশিক্ষকের নিকট জমা দিতে হবে। প্রবেশপত্র হারালে বা নষ্ট হলে ২০০.০০ (দুইশত) টাকা জমা দিয়ে ডুপ্লিকেট প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১৮। যথাযথ কর্তৃপক্ষ অন্য কোনো নির্দেশনা জারি না করলে সাপ্তাহিক ছুটি থাকবে শুক্র ও শনিবার।

১৯। সপ্তম পিরিয়ড পর্যন্ত ক্লাস চলাকালীন প্রতি বৃহস্পতিবার ছুটির পর অভিভাবকগণ বিষয়শিক্ষকগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ছাত্র/ছাত্রীর সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন। তবে ছাত্র/ছাত্রী মারফত পূর্বেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাকে এ বিষয়ে অবহিত করতে হবে।

২০। যদি কোনো ছাত্র/ছাত্রী বিদ্যালয়ের পাঠ শিখে না আসে, শ্রেণিতে অতি অমনোযোগী থাকে, সুষ্ঠু পাঠদানে বিঘ্ন ঘটায়, তাহলে সেই ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে বসে উক্ত সমস্যার সমাধান করবেন।

২১। যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণিতে সুষ্ঠ পাঠদানে অনবরত বিঘ্ন ঘটায়, বিদ্যালয়ের কোনো আসবাবপত্রের ক্ষতি সাধন করে, অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মারামারি করে, বিদ্যালয়ের আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থি কোনো কাজে বারবার লিপ্ত হয়, সরকারি সর্বশেষ পরিপত্র অনুযায়ী বুলিংসহ নিষিদ্ধ কোনো কাজে জড়িত থাকে, তাহলে তাকে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই টি সি (TC) প্রদান করা হবে।

২২। প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা পরিপন্থি কোনো কাজ, যেমন- প্রতিষ্ঠানের কোনো গৃহীত সিদ্ধান্ত বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন, কোনো ধরনের মানববন্ধন বা অযৌক্তিক আন্দোলন, কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় কোনো ধরনের অসঙ্গত অভিভাবক ফোরামের নাম ব্যবহার করে অসত্য ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিবৃতি বা অবৈধ ও অনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকার প্রমাণ

পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীকে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই টি.সি (TC) করা হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পূর্বে পরিশোধিত কোনো অর্থ ফেরৎযোগ্য নয়।

২৩। অনলাইন ক্লাসের প্রয়োজন অথবা ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশনা প্রদান না করা হলে শিক্ষার্থীরা স্কুলে মোবাইল ফোন আনতে পারবে না। কারো কাছে মোবাইল ফোন পাওয়া গেলে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তা কখনোই ফেরত দেওয়া হবে না।

২৪। শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে অবশ্যই করোনাসহ সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের কোনো ধরনের অবহেলাজনিত অসুস্থতার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

২৫। বিদ্যালয় নির্ধারিত ইউনিফর্ম/ড্রেস কোড সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে। এর কম বা বেশি কোনো পোশাক পরিধান করা যাবে না এবং তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অন্যথায় কোনো ধরনের কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে শিক্ষার্থীকে টি সি (TC) প্রদান করা হবে।

২৬। শিক্ষার্থীর (বালক) চুল প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নিয়মে ছোটো রাখতে হবে।

ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অবশ্যই পালনীয়

১। বিদ্যালয়ের কার্যক্রম আরম্ভ হওয়ার ১৫ মিনিট পূর্বে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে হবে। এর আগে বা পরে আসবে না। বিলম্বে আসা ছাত্র/ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

২। প্রভাতি শাখার ছুটির ঘণ্টা বাজার সাথে সাথেই ছাত্রীগণ বিদ্যালয় অঙ্গন ত্যাগ করবে। দিবা শাখার ছাত্ররা কোনোক্রমেই ছাত্রীদের বিদ্যালয় অঙ্গন ত্যাগের পূর্বে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে না।

৩। বিদ্যালয় নির্ধারিত ইউনিফর্ম/ড্রেসকোড সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে। এর কম বা বেশি কোনো পোশাক পরিধান করা যাবে না এবং তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অন্যথায় কোনো ধরনের কারণ দর্শানো ছাড়াই শিক্ষার্থীকে টি সি (TC) প্রদান করা হবে।

৪। সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র থাকবে। শিক্ষার্থী এবং অভিভাবককে অবশ্যই করোনাসহ সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের কোনো ধরনের অবহেলাজনিত অসুস্থতার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

৫। প্রতিদিন সমাবেশে শৃঙ্খলার সাথে যোগ দেবে এবং জাতীয় সংগীতে অংশগ্রহণ করবে এবং পূর্ণ মর্যাদায় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করতে হবে। পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতে (মুসলিম ছাত্র/ছাত্রীগণ) অংশগ্রহণ করবে।

৬। শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে শ্রেণি মনিটর শ্রেণি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করবে। কখনো উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করবে না। শ্রেণি মনিটর কোনো ছাত্র/ছাত্রীকে বাইরে যাবার অনুমতি দিতে পারবে না।

৭। বিদ্যালয়ে এসে নির্ধারিত আসনে বসবে এবং কোনো অবস্থাতেই আসন পরিবর্তন করবে না। শ্রেণি কক্ষের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা অযথা ঘুরাফেরা করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

৮। প্রতিদিনের পাঠ শিখে, বাড়ির কাজ করে এবং ডায়েরি বাসায় লিখে বিদ্যালয়ে আসবে। কোনোক্রমেই বিদ্যালয়ে এসে এ কাজগুলো করতে পারবে না।

৯। বিদ্যালয় অঙ্গন ও নিজেদের শ্রেণিকক্ষ যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে।

১০। রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিনের পাঠ্যবই, প্রয়োজনীয় খাতা-কলম, পেন্সিল ও জ্যামিতি বক্স নিয়ে বিদ্যালয়ে আসবে।

১১। অর্ধ-বার্ষিক/প্রাক্-নির্বাচনি পরীক্ষার উত্তরপত্র হাতে পাওয়ার ২ (দুই) দিনের মধ্যে অভিভাবকের স্বাক্ষর নিয়ে শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা দিবে। শ্রেণি শিক্ষক সকল খাতা বুঝে পেয়ে শিফ্ট প্রধানকে নিশ্চিত করবেন।

১২। ডায়েরি, অর্ধ-বার্ষিক/প্রাক্-নির্বাচনি ও বার্ষিক/নির্বাচনি পরীক্ষা শুরুর আগের দিন এবং প্রগ্রেস রিপোর্ট বার্ষিক পরীক্ষার পর হাতে পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে উভয়ক্ষেত্রে অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা দিবে।

১৩। নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসবে। অসুস্থতার কারণে ৭ (সাত) দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে ডাক্তারের সার্টিফিকেটসহ দরখাস্ত করবে।

১৪। প্রতিটি বিষয়ে/পত্রে ১০টি ক্লাস নেওয়ার পর একটি শ্রেণি পরীক্ষা (CT) অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীকে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক বিষয়/পত্রের জন্য বিদ্যালয় নির্ধারিত শ্রেণি পরীক্ষার খাতা ব্যবহার করতে হবে এবং তা সংরক্ষণ করতে হবে।

১৫। অসুস্থ অবস্থায় বিদ্যালয়ে আসবে না। এমনকি শ্রেণি পরীক্ষা দিতেও নয়। সুস্থ হয়ে বিদ্যালয়ে আসার পূর্বে ক্লাসের পাঠ শিখে, বাড়ির কাজ করে, ডায়েরি লিখে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে বিদ্যালয়ে আসবে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা বিদ্যালয়ে আসার পর কোনো কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লে অথবা অনিবার্য কারণ ঘটলে ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রীকে বাবা/মা অথবা আইনগত অভিভাবক ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বাসায় যেতে দেওয়া হবে না।

১৬। প্রতি মাসের বেতন ঐ মাসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে পরিশোধ করতে হবে।

১৭।যদি কোনো ছাত্র/ছাত্রী কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্রসহ অন্যান্য জিনিসপত্র ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়, তবে ঐ ছাত্র/ছাত্রীকে ছাড়পত্র দিয়ে (বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে) প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় করে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আসবাবপত্রের বা ক্ষতিগ্রস্ত মালামালের জরিমানা আদায় করা হবে।

১৮। স্কুলে মোবাইল ফোন, স্মার্ট ঘড়ি বা অন্য কোন ডিভাইস আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারো কাছে মোবাইল ফোন বা কোন ডিভাইস বা গেজেট পাওয়া গেলে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তা কখনোই ফেরৎযোগ্য নয়।

১৯। ধূমপান বা অন্য কোনো নেশা জাতীয় দ্রব্যের প্রতি আসক্তি, বিদ্যালয়ে মোবাইলের ব্যবহার, ইভটিজিং, রেগিং ও সাইবার বুলিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোনো শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে ঐ শিক্ষার্থীকে (বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে) ছাড়পত্র (TC) দেয়া হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কোনো ছাত্র/ছাত্রীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি মোট কার্যকালের ৮০% এর কম হলে তার সাংবৎসরিক ফলাফল স্থগিত থাকবে এবং উপযুক্ত কারণ দেখাতে ব্যর্থ হলে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা হবে না।

কোনো ছাত্র/ছাত্রীর সাংবৎসরিক ফলাফলে প্রাপ্ত নম্বর ৩৩% এর কম হলে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা হবে না। এমতাবস্থায় তাকে উক্ত শ্রেণিতে পুনঃভর্তি হতে হবে অথবা ছাড়পত্র নিয়ে চলে যেতে হবে। তবে কোনো ছাত্র/ছাত্রী একই শ্রেণিতে দুই বছরের বেশি অধ্যয়ন করতে পারবে না। দ্বিতীয় বৎসরে অকৃতকার্য হলে তাকে অবশ্যই (বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে) ছাড়পত্র (TC) নিয়ে চলে যেতে হবে।

বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে যে, কোনো ছাত্র/ছাত্রীর ডায়েরিতে, প্রোগ্রেস রিপোর্টে প্রদত্ত নম্বর পরিবর্তন, পরীক্ষার উত্তরপত্রে প্রদত্ত নম্বর পরিবর্তন, প্রদত্ত নম্বরসহ পাতা ছিঁড়ে ফেললে, শিক্ষকের স্বাক্ষর জাল বা পরীক্ষা কক্ষে অসদুপায় অবলম্বন করলে,

আচার-আচরণে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে এবং আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে তাকে অবশ্যই ছাড়পত্র দেওয়া হবে।

ভর্তির পরে ব্রাঞ্চ পরিবর্তন, বাংলা/ইংরেজি মাধ্যম পরিবর্তন অথবা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে প্রমোশনের জন্য কোনো প্রকার আবেদন, সুপারিশ ও তদবির কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রতি মাসের বেতন অনলাইনে ঐ মাসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে পরিশোধ করতে হবে।